। বাংলা সনেট

বাংলাতে চতুর্দশপদী কথাটি দিয়ে আমরা সনেট জিনিষটা বোঝাবার চেষ্টা করি। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ধারায় সনেটের আদি রচয়িতা শ্রীমধুসূদন সনেটের বাংলা নামকরণ করেছেন চতুর্দশপদী ; কিন্তু চোদ্দ পঙক্তির কবিতা এবং সনেট এক জিনিষ নয়। সনেটের এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এর ভাবে ও রূপে সেই বিশেষত্বগুলি রক্ষা করা এমন কঠিন যে, অনেক বড় বড় কবি অন্যদিকে খ্যাতিমান হলেও সনেট রচনায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি॥

আগেই বলা হয়েছে সনেট জিনিষটি বিদেশি। ইতালীর পেত্রার্ক এবং দান্তের হাতে সনেটজাতীয় কবিতা একটি সম্পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় এবং ১৫৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে ওয়েট এবং সারে ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের সূচনা করেন। পরে মহাকবি শেক্সপীয়রের নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে ইংরাজি সনেটের একটা নিজস্ব বিশেষত্ব ফুটে উঠল, শেক্সপীরিয় সনেট নামে সেই বিশেষত্বকে চিহ্নিত করা হল। শেক্সপীয়রের সনেটে পেত্রার্কের কঠোর নিয়মবন্ধন না থাকলেও গাঢ় ও গভীর ভাবাবেগে বিশিষ্ট। পরে মিল্‌টনের হাতে সনেটের ইতালীয় নিয়মবন্ধন কিছুটা রক্ষিত হবার চেষ্টা দেখা যায়। ইতালীয় ধারায় সনেট রচনায় ইংরেজ কবি ডি. জি. রসেটি এবং বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি রিউপার্ট ব্রুক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবি কীট্‌স্‌ও কিছু উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন, কিন্তু তাতে শেক্সপীরিয় ধারাই সমধিক স্পষ্ট॥

বাংলাতে শ্রীমধুসূদনই প্রথম পাশ্চাত্য সনেটের আদলে এবং আদর্শে বাংলা সনেট রচনা করেন। তিনিই বাংলা সনেটের ছন্দ ও আকৃতি কি হবে সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট দৃঢ় ধারণা তৈরী করে দিয়ে গেছেন। 'কবির অভিশয় নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাব ও চিন্তা প্রকাশের জন্য সনেট যে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কৌশল, তিনি এই

Scanned with CamScanner

রচনাগুলিতে• তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন'—এই কথা বলেছেন, বিশিষ্ট সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদার ॥

কিন্তু মধুসূদনের পরবর্তী বিশিষ্ট কবি নবীন..ন্দ্র ও হেমচন্দ্র বা অন্যান্য কবিরা সনেট রচনায় কোন উৎসাহই দেখাননি। তার প্রধান কারণ সনেট রচনায় যে ভাবসংযম ও গূঢ় গভীর লিরিক সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করার ক্ষমতার প্রয়োজন হয় এইসব কবিদের সেই ক্ষমতা ছিল না। পরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল—সমসাময়িক এই তিন কবি কিছু উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন। এই তিন কবির রচনাতে তিন ধরণের বিশেষত্ব দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট আবেগময়, ভাবোদ্বেল অথচ গাঢ়বন্ধ ও সংযত। কবি অক্ষয়কুমারের সনেট ভাবসংযমী কিন্তু গীতিরসে তেমন উজ্জ্বল নয়। 'এ যেন একটি সুদৃঢ় কৌটায় একটি সুস্পষ্টভাব বা সুন্দর চিন্তাকে সযত্নে ভরিয়া রাখা'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আদি বা ইতালীয় সনেটের সমস্ত নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় সনেট রচনা করেছেন। 'কেবলমাত্র সুর এবং ভাবগত সৌন্দর্যের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তিনি স্বীকার করেন নাই, যেখানেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন সেইখানেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন' ॥

কবি প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ফরাসী ধারায় বাগ্‌বৈদিগ্ধ্য, চিন্তাঘটিত চাতুরী এবং তীক্ষ্ণ ও মার্জিত বুদ্ধির বিজ্ঞতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর সনেটের ভাববস্তু কদাচিৎ কাব্যবস্তু, ভাষাও কোন ক্ষেত্রে কবি-ভাষা নয়, কিন্তু তবুও উজ্জ্বল সরস তীক্ষ্ণ বাক্‌পটুতাগুণে এই সনেটগুলির একটি নিজস্ব চরিত্র আছে ॥

আধুনিককালের অগ্রজ কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রমুখ কবিদের সকলেই সনেট রচনা করেছেন। সেগুলি কখনও classical, কখনও বা রোমান্টিক কখনও বা মিশ্রজাতীয়। তাঁদের অনুজ কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট কবি সনেট রচনায় মনোযোগ করেছেন। আমাদের সাহিত্য-উদ্যানে এই বিদেশি কুসুমের চাষে নানা পরীক্ষার ধারা আজও অব্যাহত ॥

খুব সংক্ষেপে এই হল বাংলা সনেটের একটা কালানুক্রমিক পরিচয়। কিন্তু সনেট জিনিষটি যে কি সে-সম্বন্ধে আলোচনা এখনও করা হয়নি। অল্প কথায় পাঠককে এবার সে-সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করব ॥

Scanned with CamScanner

প্রথমে সনেটের বাইরের গড়ন সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। সনেটে চোদ্দটি পঙক্তি থাকতে হবে। চোদ্দটি পঙক্তির একটি সম্পূর্ণ স্তবকে একটি গোটা কবিতার ভাব প্রকাশ করতে হবে। এই চোদ্দ পঙক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম আট পঙক্তিকে ইংরেজিতে বলে Octave বা অষ্টক ; পরবর্তী ছয় পঙক্তিকে বলে Sestet বা ষট্‌পদী। এই দুই ভাগের মিলনবন্ধনেও একটা নিয়ম আছে। কোনও কোন সনেটের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পঙক্তির শেষ শব্দগুলির পর পর মিল হবে একরকম ; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম পঙক্তির শেষ শব্দের পর পর মিল হবে অন্যরকম। শেষ ছয় পঙক্তির নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ পঙক্তির মিল হবে পরপর একরকম ; দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ পঙক্তির পরপর মিল হবে অন্যরকম। একটা উদাহরণ :

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারোমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা, এ মন জুড়াবে ?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম, এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি "—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী ॥

[বিজয়া-দশমী : মধুসূদন]

এখানে 'যেয়োনা রজনী' থেকে 'এ মন জুড়াবে' পর্যন্ত octave, আর 'তিনদিন স্বর্ণদীপ' থেকে 'গিরীশের রাণী' sestet। octave-এর প্রথম (তারাদলে),

Scanned with CamScanner

তৃতীয় (অচলে), পঞ্চম (অশ্রুজলে), সপ্তম (কুণ্ডলে) পরপর একরকম মিল। আবার দ্বিতীয় (যাবে), চতুর্থ (হারাবে), ষষ্ঠ (ভাবে), অষ্টম (জুড়াবে) এক ধরণের মিল। তেমনি sestet-এর নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ এবং দশম, দ্বাদশ, চতুর্দশ পরপর ক্রমান্বয়ে মিল দেওয়া॥

আদি বা ইতালীয় সনেটের মিলের ধারা octave অংশে প্রথম-চতুর্থ, পঞ্চম-অষ্টম পংক্তির মিল একরকম ; দ্বিতীয়-তৃতীয়, ষষ্ঠ-সপ্তমের মিল হবে একরকম। আর sestet অংশে মিল হবে নবম-দ্বাদশ, দশম-ত্রয়োদশ এবং একাদশ-চতুর্দশ। সংক্ষেপে octave অংশে AB BA AB BA ; Sestet অংশে CDE CDE কিম্বা CD CD CD-ও হতে পারে।

উদাহরণ :

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,— A
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?— B
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে— B
রতন তোমার মত, কহ সহচরি— A
গোধূলির ? কি ফনিণী, যার সু-কবরী A
সাজায় যে তোমাসম মণির উজ্জ্বলে ?— B
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে B
কি হেতু ? ভালো কি তোমা বাসে না শর্বরী ? A
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ-মনে C
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে D
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে C
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ? D
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে ? C
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে। D

[সায়াংকালের তারা : মধুসূদন]

ইংরেজ কবি মিল্‌টন ইতালীয় সনেটের মিলবিন্যাসের আদর্শ কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। কিন্তু মহাকবি শেক্সপীয়র মিলবিন্যাসের নূতন ধারা প্রবর্তন

বাংলা পাঠশালা

Scanned with CamScanner

করেন। সেটির ছাঁদ—ABAB, CDCD, EFEF, GG। শেক্সপীয়রের সনেটের নমুনা—

ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর ; A
ধরার জঠরভরা তারই যত সুরূপ সন্তানে ; B
উপাড়ি ব্যাঘ্রের দন্ত, হান তার জিঘাংসা প্রখর ; A
অচিরে মরুক ডুবে রক্তবীজ নিজ রক্তবানে। B
যা তুই উজ্জ্বল কাল ইচ্ছামতো ছড়াগে জগতে C
সুসময়, দুঃসময় নির্বিচার ঋতচক্র থেকে ; D
মাধুরীর অপমান হয় যদি, হোক পথে পথে C
আমার বারণ শুধু একটি পাপের অতিরেকে। D
পুরাতন লেখনীতে কোনদিন চাসনে অঙ্কিতে E
আমার প্রিয়ার ভাল প্রহরের কুটিল রেখায় ; F
তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ূরপঙ্খীতে ; E
সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বলে, নিত্য যেন প্রতিষ্ঠা সে পায়। F
না, তোরে সাধি না, কাল ; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন G
আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন ॥ G

[Sonnet XIX সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ]

আধুনিক বাঙালী কবিরা সনেট রচনায় মিলবিন্যাস সম্বন্ধে নানাবিধ স্বাধীনতা নিচ্ছেন ॥

এবারে সনেটের ভাবের দিক কি বিশেষত্ব সেটা উপস্থিত করি। ইংরেজ কবি ডি. জি রসেটি বলেছেন—

A Sonnet is a moment's monument,
Memorial from the Soul's eternity
To one dead deathless hour.*

* House of Life সনেট-কাব্যের প্রথম সনেটের অংশ ॥

Scanned with CamScanner

আরেকজন সমালোচক বলেছেন—

He (সনেট রচয়িতা) pipes a solitary tune of his own life, its devotion its prophetic exaltation, its passion, its despair, its exceeding bitterness.

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন :

> যে ব্যক্তিগত সুগভীর ও আন্তরিক অনুভূতি ধ্যান ও গীত কল্পনার নিরন্তর আবেগে, শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতই—প্রাণের মধ্যে অতিশয় নিটোল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাব্যরূপে ফুটিয়া উঠে তাহাই সনেটের উপজীব্য।

প্রবল গভীর বেদনায় যেখানে বন্ধন নাই, সেখানে জন্ম গীতিকবিতার ; কিন্তু যেখানে সেই passion একটি মাত্র ভাবের বন্ধনে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত—একদিকে আবেগ অন্যদিকে অন্তর্লীন গভীরতা, একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস অন্যদিকে কঠিন নিয়মবন্ধনের অকৃত্রিম আন্তরিকতা—এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সনেটের জন্ম বলেই তা এত বিস্ময়কর এবং দুরূহ। তাই সনেটের ভাষায় কোন শিথিলতা বা অপরিচ্ছন্নতা থাকলে চলবেনা, থাকবে না অর্থদুরূহতা বা অস্পষ্টতা ; সমগ্র কবিতাটি একটি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু হওয়া চাই—একটি ভাব, একটি কল্পনা, একটি কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি পঙক্তিতে পঙক্তিতে বিকশিত হয়ে একটি ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং ভাবের মধ্যে রাখতে হবে dignity এবং repose। এতগুলি গুণের একত্র সম্মিলন কঠিন বলেই সকলে সনেট লিখতে পারেন না॥

আধুনিককালের কবিদের অনেকে অন্যদিকে কৃতী হলেও সনেট রচনায় তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। আবার কেউ কেউ সনেট রচনায় আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সমর সেন, বিষ্ণু দে, অজিত দত্তের সনেটে যে ভাব গভীরতা ও নিয়ম বন্ধনের মধ্যেও সুগভীর কবি কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে—তা অন্যত্র দুর্লভ। সকলের সনেট উধৃত করা স্থানাভাব বশতঃ সম্ভব হলো না—এজন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাই। শুধু অনুজ কবিদের মধ্যে একজনের একটি সনেট পাঠকদের সামনে উপস্থিত করি। এতে দেখা যাবে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধ্য দিয়ে কিভাবে সনেটের দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে সার্থক রূপ পেতে পারে।

Scanned with CamScanner

কবিতাটির নাম 'এশিয়া'। ১৩৫৪ সালের কার্তিক মাসের অধুনালুপ্ত 'ক্রান্তি' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন অস্ফুট আলো। ফিকে ফিকে ছায়া অন্ধকারে
অরণ্য সমুদ্র হ্রদ রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন ; কঠিন কপাট
ভেঙে পড়ে। দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘরাত্রি মরে যায়, ধ্বসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট ;
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, ভস্ম অপমান-শয্যা ছাড়ো
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।

বাংলা পাঠশালা

সহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ দ্বীপে দ্বীপে মুষ্টিবদ্ধ আহ্বান পাঠায় ;
অগণ্য মানব শিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপর
ভারতে সিংহলে ব্রহ্মে ইন্দোচীনে ইন্দোনেশিয়ায়
বীতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুৎ উল্লাসে নেয় বাঁক॥

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

———

Scanned with CamScanner